স্পীকার; এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। সুনামলিপ্সা এবং সুনামপিয়াসীনীতির উদাহরণ এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই মহানগরীতে দিনের বেলা ট্রাক চালান বন্ধ করা হল। যখন দেখা গেল যে, ট্রাক-মালিক নাখোশ হয়েছে, সুনাম যখন নষ্ট হতে যাচ্ছে, আবার ট্রাক চালান শুরু করে দেয়া হল। আবার যখন দেখা গেল জনগণ নাখোশ হতে লাগল, তখন আবার সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হল। এটা সুনামপিয়াসীর আর একটা উদাহরণ।

শুধু তাই নয়, মাননীয় সংসদ সদস্যদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানে যাই যখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে স্কুল-কলেজকে সরকারীকরণের কথা ওঠে, আমি মনে করি, সেখানে গিয়ে নিয়ম-নীতি না মেনে কোনটা করা দরকার, কোনটা করা উচিত, সেটা চিন্তা ভাবনা না করে সরকার ঘোষণা দিলেই সরকারী হয় না। মাননীয় স্পীকার, এর চেয়ে বড় দুঃখজনক কথা জাতীয় সংসদ সদস্যদের কাছে আর কিছু হতে পারে না। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের পরামর্শ ছাড়াই ঘোষণা দিয়ে সব প্রশংসা একাই নেয়ার মানসিকতা দেখা যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, ক্ষমতা এবং সুনামপিয়াসী এই নীতি বিগত কয়েক বছর আমরা দেখেছি। ক্ষমতালোভীদের প্রচন্ড ভীড় এসেছে এবং ক্ষমতালোভীদের শ্রীবৃদ্ধি এখানে সাধিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখানে গরীব আরও গরীব হয়েছে, ধনী হয়েছে আরও ধনী।

মাননীয় স্পীকার, আমরা দেখতে পাই ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, আজকে কৃষিনীতি ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে। কৃষকদের জন্য ভর্তুকি কৃষিভিত্তিক দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধনী দেশ কৃষির উপর ভর্তুকি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, প্রসিডেন্ট এরশাদ এই কৃষি-ভর্তুকি প্রত্যাখ্যান করে জনগণের, কৃষকদের উৎসাহকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এটা কৃষকদের জন্য একটা অবমাননাকর পদক্ষেপ, মাননীয় স্পীকার, এজন্য সারের দাম, কীটনাশক ঔষুধের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ সংক্ষেপ করেন, একটু।

জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান ঃ মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, আমাদের পাটকে আজকে "নীল"-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। সরকারের পাটনীতির মাধ্যমে পাটকে ধ্বংস করার একটা বৈদেশিক ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করছি। আজকে যে পাটনীতি ঘোষিত হয়েছে, তাতে শুধু যে কৃষকের স্বত্বই সংরক্ষিত হয়নি এটা নয় বরং গত পাঁচ বছরে পাটের মূল্য ১০০% কমে গেছে। বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে দ্বিগুণ। আমাদের অর্থনীতি সরকার চালাচ্ছেন না। আমাদের দেশের অর্থনীতি চালাচ্ছেন International Monetary Fund, আমাদের দেশের অর্থনীতি চালাচ্ছেন World Bank বা বিশ্ব ব্যাংক এবং বিদেশী সাহায্যদাতারা। এইসব স্বার্থ শিকারী সাহায্যদাতাদের কারণে আজকে আমাদের অর্থনীতি মোটেই নিরাপদ নয়, মাননীয় স্পীকার, এদের হাত থেকে না বাঁচতে পারলে আমাদের অর্থনীতি বাঁচবে না।

দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই, মাননীয় স্পীকার, আসলে

সরকার দেশের উন্নতি চান না। চান তাঁর নিজের উন্নতি, নিজের প্রচার। এই জন্য জনগণের রক্ত পানি করা টাকায় হেলিকপ্টারে চড়ে বহু টাকা খরচ করে "ভাষানীর" মত গোটা দেশে উনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মাননীয় স্পীকার!

শুধু তাই নয়, এই জন্য জনগণের রক্ত সিঞ্চিত এই টাকা দিয়ে যে প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে তাতে সার্বিকভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হচ্ছে না, মাননীয় স্পীকার! শুধু তাই নয়, আজকে বক্তৃতা দিলে আমরা বিরোধীদলের সদস্যরা শুনবেন সেখানে আমাদের কথা শোনা যাবে না। সরকারের এই আত্মপ্রচারে গোটা জাতির অর্থ ব্যয় হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। মাননীয় স্পীকার, যে পয়সা খরচ করে এই প্রচার করা হচ্ছে সেই পয়সা দিয়ে গরীব কৃষকের সব ঋণের সুদ মাফ করে দেওয়া যেত। মাননীয় স্পীকার, এই জন্য আমি দাবী করছি, সরকারের এই ধরনের পরিভ্রমণ, এই সফর বন্ধ করে ঐ টাকা দিয়ে সমস্ত গরীব কৃষকের ঋণ শোধ করা হোক।

মাননীয় স্পীকার, আত্মপ্রচার নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য প্রেসিডেন্ট জনগণের জন্য চিন্তা করার সময় পাচ্ছেন না। দেশের জনগণের জন্য তিনি সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন না। এই জন্য দেশবাসীর ভাগ্য এবং এই দেশের ফয়সালা দেশের বাইরে হচ্ছে। ঐ ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের তহবিলের দ্বারা ভাগ্যের ফয়সালা নির্ধারিত হচ্ছে, মাননীয় স্পীকার, ওদেরকে বলা হয়, economic imperialist, মাননীয় স্পীকার, অক্ষম রাজার রাজনীতি আমাদের দেশে চলছে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করার পরে যে যাত্রা শুরু হয়েছে, আজ পর্যন্ত সেই লুটপাটের রাজনীতি আমাদের দেশে চলছে।

মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি উদাহরণ দিতে চাই। আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আসছিলাম প্রথম শ্রেণীতে চড়ে। সেখানে সংসদ সদস্যদের জন্য ফার্ষ্ট ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। ষ্টেশনমাষ্টার উঠে দেখেন সমস্ত গাড়ীটা ছাত্ররা দখল করে বসে আছে। ষ্টেশনমাষ্টার বলছেন, "তোমাদের টিকিট? ছাত্ররা বলল আমাদের টিকেট আবার কী হবে, আমরা ছাত্র"। তারপর বলা হয়, টিকেট নাই তবে Unauthorised এখানে কেন বসে আছ?" ছাত্ররা জবাব দিচ্ছে, "জেনারেল এরশাদকে কে authorise করেছিল যে তিনি ক্ষমতা দখল করেছেন? অতএব আমরাও সিটগুলো দখল করেছি।"

মাননীয় স্পীকার, শাসকের চরিত্র জনগণের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, আন্তর্জাতিক ফোরামে, বৈদেশিক ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান আমরা খুঁজে পাইনি, মাননীয় স্পীকার, আন্তর্জাতিক ফোরামে সভাপতির আসন পাওয়া সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রের কোন মর্যাদার মাপকাঠি নয়, মাননীয় স্পীকার, অনেক দেশ আছে যাদের পররাষ্ট্র নীতিই নেই। এমন অনেক দেশ আছে যারা অন্যের উপর নির্ভরশীল, তারাও আন্তর্জাতিক ফোরামে বড় বড় আসন পায়, মাননীয় স্পীকার, ভারতের সাথে বিরাজমান কোন সমস্যা আজ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। মাননীয় স্পীকার, এটা পররাষ্ট্র নীতির একটা চরম ব্যর্থতা।

ফারাক্কার পানি পাওয়ার জন্য মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সময় যে জায়গায়